গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পীরতলা গ্রামের সৌদি প্রবাসী আলেক হোসেনের ছেলে সিয়াম হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরেক সৌদি প্রবাসী সোহরাব হোসেন ওরফে সেন্টুর ছেলে আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। নিহতরা দুজনেই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

বুধবার (৮ জানুয়ারী) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপির গ্রামের জোয়াদ্দার ইটভাটার নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, মোটরসাইকেল যোগে নিহতরা কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রফরফ পরিবহন (যার নং কক্সবাজার জ-০৪-০০২১) নামের যাত্রীবাহি একটি লোকাল বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সিয়াম হোসেন। এছাড়া গুরুতর আহত হয় অপর সঙ্গী আব্দুল্লাহ হেল বাকী। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

এদিকে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটিকে আটক করে থানা পুলিশে সোপর্দ করেছেন। ওসি বানী ইসরাইল জানান, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া বাসটিকে থানায় নেয়াা হবে।

মেহেরপুরের মনোহরপুর ৭ নং

ওয়ার্ডে সাধারণ সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে গ্রামবাসীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬ টায় মনোহরপুর গ্রামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আমীর ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা।

সভাটি পরিচালনা করেন কুতুবপুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি পারভেজ হোসাইনের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় ৭ নং ওয়ার্ড ইউনিট সভাপতি মো. লুৎফর রহমান, ইউনিয়ন তদারকারী হাফেজ জাবিরুল ইসলাম এবং মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি রউফ মুকুল উপস্থিত ছিলেন

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নে জেলা বিএনপি’র আয়োজনে এ পথসভা ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মাদ ও যুগ্ন আহবায়ক আমিরুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, আনছা-উল -হক, হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক ও পাবলিক

প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, দবিরসহ বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতারা সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করে তাদের সমর্থন কামনা করেন।

মেহেরপুরে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর শহরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে জিআর মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ ওসমান আলী (৫৮) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমান আলী মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আজগর আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলাম, এসআই বিএম রানা, এএসআই মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শহিদুল ইসলাম ও সংগীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমানের নামে জিআর -১৪৬ /১৬ মামলা রয়েছে। এই মামলায় তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই মৃদুল কারাগারে

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত। মৃদুল সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই হওয়ার পাশাপাশি জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক পদধারী।

মঙ্গলবার সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল পৃথক দুটি মামলায় হাজিরা দিতে ছদ্মবেশে মেহেরপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আসে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের একজন তাকে চিনে ফেলাতে এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা আদালত প্রাঙ্গণ সমবেত হয়।

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়েরকৃত চেক ডিজ অনার মামলায় মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেও, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক জুয়েল রানা মৃদুলকে জেলা কারাগারের প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যে মামলাটিতে মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেটির বিবরণ থেকে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮ শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মন্জুরুল ইমামের আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার এফআইআর এর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটি মেহেরপুর সদর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলা নং-২০, তারিখ ২৮/০৮/২৪ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)১০/১১/১২/১৩ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ধারা- সন্ত্রাস

বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(খ)/১০/১১/১২/১৩।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই গ্রেপ্তার

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়ের করা একটি চেক ডিজঅনার মামলায় জামিন আদালতে হাজিরা দিতে এসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়েরকৃত সন্ত্রাস বিরোধ আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মৃদুল কে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করে।

বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মচারী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার গোপনীয় শাখার সহকারী এ এস এম আসাদুল ইসলাম জিকো (৪০) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আসাদুল ইসলাম জিকো মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ হোসেনের ছেলে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থেকে মোটরসাইকেলে সহকর্মীর সঙ্গে মেহেরপুর ফেরার পথে কেদারগঞ্জ মোড়ে একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার রাত সাড়ে ১২টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনার পরপরই মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যান ও এর চালককে আটক করে। এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার বাদ জোহর গাঁড়াডোব কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার নামাজে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হবে।

গাঁড়াডোব ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামান জানান, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর জিকো তার শ্বশুর নজরুল ইসলামের গাঁড়াডোবের বাড়িতে বসবাস করতেন।

জিকোর মৃত্যুতে সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট করছেন। তারা লিখেছেন, “চাকরিজীবনে জিকো অত্যন্ত ভালো ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। তিনি সবসময় হাসিমুখে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন জিকোকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফকে দাফন করা হয়েছে। উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের প্রয়াত কাজী রওশন আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুর রউফ (৭০)

বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তিনি গতকাল রবিবার রাত ১০টায় নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক মরহুমের মরদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশের একটি চৌকস দল মরহুমকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে। বিউগলের করুন সুরে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। পরিবারের সদস্য, এলাকাবাসী ও সহযোদ্ধারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মরহুমকে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়

মেহেরপুরে সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের মধ্যে আমদহ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা ও সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বরাবর একটি স্বারকলিপি প্রদান করেন আন্দোলনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মেহেরপুর পৌরসভা, যা ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত, একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা। ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত এই পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯৩৫ জন। তবে গত সরকারের আমলে, অর্থাৎ ২০১৫ সালে, একটি কুচক্রি মহল নিজেদের সুবিধার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে।

উক্ত রিট পিটিশন নম্বর (১) ৩৪৪১/২০১৫ ও ৩৪৪৪/২০১৫, (২) ১০৮২৯/২০১৫।

এই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর একটি আদেশ প্রদান করেন, যার ফলে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। একইসঙ্গে, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৮০০ ভোটারকে আমদহ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এতে দেখা যায়, একই পরিবারের কিছু সদস্য পৌরসভার ভোটার থেকে যান, আর বাকি সদস্যরা আমদহ ইউনিয়নের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। অথচ এই পরিবারগুলো দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার সেবা যেমন পৌর কর, বিদ্যুৎ, পানি, এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং এখনো করছে। এ ধরনের বিভাজন একটি গুরুতর বৈষম্য এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা।

আমরা বঞ্চিত এলাকাবাসী নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, যেন এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের আবার তাদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা হয়। পাশাপাশি, সীমানা পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে সঠিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং নম্বর ওয়ার্ড জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী সোহেল রানার নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাবেক কাউন্সিল সোহেল রানা ডলার, পৌরসভা পেশাজীবী সম্পাদক নুর রহমান, ইমারত শ্রমিকের সদস্য জিন্নাতুল ইসলাম, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মোঃ আব্দুস সামাদ, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হোসেন আলী বাবু, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভুক্তভোগী মোছাঃ রবিয়াস সানি, রানা ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোরস্থান পাড়া, শিশু বাগানপাড়া, ইসলামপাড়া ও সার্কিট হাউস পাড়ার এলাকাবাসীর আয়োজনে মানববন্ধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ভোটার ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে ৫০ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন

“এসো দেশ বদলায় পৃথিবী বদলায়” এই স্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মুজিবনগরে ৫০ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে সোমবার সকালে এ উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। র্যালি শেষে বেলুন, ফেস্টুন ও শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫০ দিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়, যা চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ সেই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তারুণ্যের উদ্যম ও স্পৃহা ছড়িয়ে দেবে।

তিনি আরও বলেন, মুজিবনগরে আমরা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই উৎসব উদযাপনের জন্য নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এতে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং পরিবেশগত সচেতনতার বিভিন্ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নির্বাহী অফিসার আশা প্রকাশ করেন যে, মুজিবনগরবাসী এই উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং গ্রিন ও ক্লিন মুজিবনগর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান,
বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মডেল কেয়ারটেকার মোহাম্মদ

আলী খান প্রমুখ।

এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি, এবং সুধী সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।